R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন
ইত্যাদি অনুষ্ঠানের
নানা ডিজাইনের কার্ডের
একমাত্র প্রতিষ্ঠান
কার্ডস্ কেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ
ফোন ঃ ৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই শ্রাবণ বুধবার, ১৪০২ সাল।
২রা আগষ্ট, ১৯৯৫ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

মজুরী কম দিয়ে মহকুমার বিড়ি মালিকরা দৈনিক মুনাফা লুটছেন ৬২·৫ কোটি টাকা

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বরের চুক্তি আজও বিড়ি মালিকরা কার্য্যকরী না করায় প্রতি হাজারে ২·৫০ টাকা হারে কম মজুরী দিচ্ছেন। ধুলিয়ানের জনৈক বিড়ি শ্রমিক নেতা আর এস পির নন্দলাল সরকার এক সাক্ষাৎকারে বলেন জঙ্গিপুর মহকুমায় দৈনিক বিড়ি উৎপাদন হয় প্রায় ২৫ কোটি। হ'জার প্রতি ২·৫০ টাকা হারে মজুরী কম দিয়ে মালিকরা দৈনিক ৬২·৫ কোটি টাকা মুনাফা লুটছেন শ্রমিকদের শোষন করে। শোনা যায় মালিক পক্ষ ঐ মুনাফা থেকে সামান্য কয়েক লক্ষ টাকা খয়রাতি করে শক্তিশালী কয়েকটি ইউনিয়ন এবং শ্রমিক নেতাকে নিজেদের পক্ষে রেখে চুক্তি পালন না করার সাহস পাচ্ছেন। তাঁদের পরিষ্কার অঙ্ক ৬২·৫ কোটি থেকে ২·৫ কোটি খয়রাতি করে চলতে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হজের নামে অবৈধ ব্যবসা এখনও সমানতালে চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এই জেলায় গত ১৫-২০ বছর ধরে কিছু অসাধু হজযাত্রী ধর্মের নামে পবিত্র মক্কায় গিয়ে অবৈধ ব্যবসা সমানতালে চালিয়ে যাচ্ছে। খবরে প্রকাশ মুর্শিদাবাদের এই অসাধু হজযাত্রীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তারা শারীরিকভাবে অক্ষম বা পঙ্গু ব্যক্তিদের নাম মাত্র টাকা চুক্তি করে মক্কায় নিয়ে যায়। তারপর ঐ পঙ্গু ব্যক্তিদের মক্কার পথে ভিক্ষা করতে বসিয়ে দেয়। পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে আগত অসংখ্য তীর্থযাত্রী পুণ্যার্জনের উদ্দেশ্যে বিশাল অঙ্কের টাকা এই সব পঙ্গু ব্যক্তিদের দান করেন। স্বদেশে যারা কোন দিনই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে বসেনি তারা মক্কায় গিয়ে নকল ভিখারী সেজে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। অবশ্য এই অর্থের সিংহ ভাগই অসাধু ব্যবসায়ী বা দালালরা নিয়ে নেয়। এমন কি ১০/১২ বছরের পোলিও রোগে আক্রান্ত কিশোররাও এই দালালদের খপ্পরে পড়ে মক্কা গিয়ে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে বসে। শুধু কি তাই? মক্কা থেকে ফেরার সময় অবৈধভাবে নানা মালপত্তর নিয়ে আসে এবং দালালদের প্রচুর টাকা কামিয়ে দেয়। এইভাবে প্রতি বছরই অসাধু হজযাত্রীরা হজ করতে যাবার নাম করে অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সৎ-ধর্মপ্রাণ মানুষ হজ করতে যাবার অনুমতি সহজে পাচ্ছেন না।

প্রধানা শিক্ষিকা ও শিক্ষিকাদের মতবিরোধে গঠন-পাঠনের পরিবেশ দূষিত

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে বিগত বছরে প্রধানা শিক্ষিকা ও শিক্ষিকাদের মতবিরোধের ফলে পঠন-পাঠনের পরিবেশ একেবারে ধ্বংস হতে বসে। শেষ পর্যন্ত কোন রকমে দায়সারা একটা সমঝোতা হয়ে এতদিন চলছিল। এ বছর মাধ্যমিকে ফলও ভাল হয়েছে বলা চলে। প্রথম বিভাগ ও ষ্টার অন্যান্য স্কুলের তুলনায় ভালই কিন্তু হঠাৎ কয়েকদিন ধরে ঐ বিরোধ আবার তুঙ্গে উঠেছে। ফলে প্রায় দিনই সব ক্লাস করা সম্ভব হচ্ছে না। যখন তখন অসময়ে স্কুল ছুটি দিয়ে দিচ্ছেন প্রধানা শিক্ষিকা এ সম্বন্ধে জানতে চাইলে প্রধানা শিক্ষিকা বলেন শিক্ষিকাদের অসহযোগিতা তাঁকে স্কুলের ক্লাস বন্ধ রাখতে বা ছুটি দিয়ে দিতে বাধ্য করাচ্ছে। তিনি নিদর্শন (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নকল ঠাণ্ডা পানিয়ে বাজার ভরে গেছে

ফরাক্কা ঃ স্থানীয় ব্লকের সর্বত্র নকল ঠাণ্ডা পানীয় বিক্রির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। পুলিশী ধরপাকড়ও সমানে চলছে। এই পানীয় সেবনে ব্লকের সর্বত্র আন্ত্রিক ছড়িয়ে পড়ছে জানা যায় শুধু এই ব্লকই নয়, মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান এবং মালদহের মানিকচক প্রভৃতি অঞ্চলে নকল পানীয় তৈরীর গোপন কারখানা গজিয়ে উঠেছে। জনগণের দাবী এই কারখানাগুলি বন্ধের জন্য জোর প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু করা হোক। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে ধুলিয়ানের হাতীছিত্রা এলাকা থেকে একটি নকল ঠাণ্ডা পানীয় তৈরীর কারখানা পুলিশ আবিষ্কার করে ও তার যাবতীয় সরঞ্জাম আটক করে এবং কারখানার মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়।

সাগরদীঘি বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগ ঘুমোচ্ছে

সাগরদীঘি ঃ দীর্ঘ ছ' মাস ধরে স্থানীয় বিদ্যুৎ গ্রাহকরা কোন বিদ্যুৎ বিল পাননি। একমাত্র হাস্কিং মিল প্রভৃতি কমার্শিয়াল বিলগুলো আসছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায় লোক নেই। তাই বাড়ী বাড়ী গিয়ে মিটার রিডিং নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে গৃহস্থ দর ঘুম ছুটে গিয়েছে চিন্তায়। কেননা সরকার তো আজ হোক কাল হোক ছ' মাস হোক আর এক বছর হোক বিল দেবেন, তখন সেই বিশাল অঙ্কের বিল পরিশোধ করতে গ্রাহকদের ঘটি-বাটি বেচতে হবে। বহু আবেদন নিবেদন করে বা ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও ফল কিছু হয়নি। স্থানীয় গ্রাহকদের দাবী বিদ্যুৎ বিভাগীয় ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তারা একবার এখানে এসে এই পারস্থিতি দূর করার ব্যবস্থা করুন।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর কি কি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই শ্রাবণ বুধবার, ১৪০২ সাল

স্মরণীয় বুর্জোয়া বিবাহ

একটি শুভ বিবাহের পরিকল্পনা। পাত্র পক্ষের আয়োজন চলিতেছে। বিবাহের সময় আগামী ১৯৯৭ সাল—পুরা দুই বৎসরের অপেক্ষা। কারণ পাত্র বিবাহোপযুক্ত হইতে এই সময় লাগিবে এবং যে আকারের বিবাহ —তাহাতে সার্বিক প্রস্তুতির জন্য এই সময় অবশ্যই প্রয়োজন।

বিবাহ-বাসর—বোম্বাই হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে আরব সাগরের বুকে অপেক্ষমান একটি সাবমেরিন। বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ স্ব স্ব আমন্ত্রিত ও নিমন্ত্রিতের দল লইয়া পাত্র-পাত্রীসহ সমুদ্রোপকূল হইতে ষ্টিমারযোগে উক্ত সাবমেরিনে পৌঁছাইবেন। বিবাহের লগ্নকাল উপস্থিত হইলে সকলকে লইয়া সাবমেরিনটি জলে ডুব দিবে এবং তাহার পর কন্যা সম্প্রদান, অগ্নি পরিক্রমা প্রভৃতি উদ্বাহকার্য চলিবে। এই বিবাহানুষ্ঠান সারা বিশ্বে উপগ্রহ মারফৎ সম্প্রচার করা হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

বিবাহ-পরিকল্পনার এই অভূতপূর্বতা ও চমৎকারিত্বের কথা সম্প্রতি একটি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত পি টি আই প্রদত্ত সংবাদ হইতে জানা গেল। আন্তর্জাতিক খ্যাতিপ্রাপ্ত রত্নব্যবসায়ী লক্ষ্মণ কেবলরাম পোপলি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাজীব পোপলির বিবাহের জন্য এইরূপ অভিনব পরিকল্পনা করিয়াছেন। তিনি বোম্বাইতে দুইটি এবং দুবাইতে দুইটি স্বর্ণালঙ্কার-দোকানের মালিক। তাঁহার ব্যবসায়িক যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'জেম অ্যাণ্ড জুয়েলারি এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল অব্ ইণ্ডিয়া'-এর নিকট হইতে এ পর্যন্ত নয়টি পুরস্কার পাইয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

রামায়ণোক্ত শ্রীরামচন্দ্র অমিত শক্তিধর পুরুষ ছিলেন। আর তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণ-সহ তিনি যেরূপ শক্তিমান, তাহা অকল্পনীয়। আমাদের আলোচ্য পাত্রপিতার নাম রাম ও লক্ষ্মণযুক্ত। অতএব তিনি যে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বিশাল শক্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাহা হয়ত বা এই নাম গুণেই।

কথায় আছে—জল-স্থল-অন্তরীক্ষ। কিন্তু লক্ষ্মণ কেবলরামবাবুর পুত্র কন্যাদের বিবাহ নাকি স্থল-অন্তরীক্ষ-জল পর্যায়ের। অর্থাৎ খবরে জানা যায় যে, তিনি ১৯৮৯ সালে কন্যার বিবাহ স্থলভাগে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া দিয়াছিলেন। কন্যা রেয়ার বিবাহ বাসর ১০ লক্ষ বৈদ্যুতিক বাতি দিয়া সাজান হইয়াছিল। আবার ১৯৯৪ সালে জ্যেষ্ঠ পুত্র দিলীপ পোপলির সহিত সুনীতার বিবাহ দেওয়া হয় উড়ন্ত বিমানের 'ছাদনাতলায়' ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া। কনিষ্ঠ পুত্র রাজীবের হইবে জলোদ্বাহ। ব্যয় বরাদ্দ জানা যায় নাই। কারণ 'হ্যাপা' অনেক। ব্রিটেন হইতে নাকি উপযুক্ত সাবমেরিন আনিতে হইবে; একটি ষ্টিমারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উহাদের ভাড়া ছাড়াও হয়ত 'ওয়েটিং চার্জ' মোটা রকম দিতে হইবে। আবার সমুদ্রগর্ভ ব্যবহারের জন্য ভারত সরকারের অনুমতি লইতে হইবে; পছন্দসই 'জলপরী'-র সন্ধান করিতে হইবে। এইগুলি সবই সময় তথা ব্যয় সাপেক্ষ। তবে এই ব্যয় যে ঊন-কোটি টাকা হইবে না, তাহা নিশ্চিত।

পোপলি সাহেবের নাম ইতিমধ্যে গিনেস বুক অব্ ওয়ার্লড্ রেকর্ডে স্থান হইয়াছে। কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহের জন্য তাঁহার নাম কোথায় উঠিবে বলা যায় না। ঐশ্বর্য-আড়ম্বর প্রদর্শন নহে; তিনি পুত্র কন্যাদের বিবাহ 'স্মৃতিমুখর' করিয়া রাখিতে চাহেন বলিয়া জানা গেল। এ পর্যন্ত দুই বিবাহে যাহা ব্যয় হইয়াছে এবং আর একটির জন্য যে খরচ হইবে, সেই বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়া জন-কল্যাণমূলক একটি বৃহৎ কার্য করা হয়ত যাইত। তাই মন্দলোকে জল-স্থল-অন্তরীক্ষের তিনটি বিবাহকে 'বুর্জোয়া বিবাহ' আখ্যা দিতে পারে।

সন্তানের মুখ চেয়ে

অনুপ ঘোষাল

সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে আনীত সাত বছরের শিশুকে নিয়ে অলক সরকার এবং তাঁর বিবাহবিচ্ছিন্না স্ত্রী অনিন্দিতার মামলাটি আমাদের গভীরভাবে নাড়া দিয়ে গেল। বিষয়বস্তু—তাদের ছেলে অয়ন কার কাছে থাকবে।

দীর্ঘ শুনানির পর শেষ পর্যন্ত মায়ের কাছেই ছেলেকে রাখবার জন্য সুপ্রিম কোর্টের হুকুম এ রাজ্যের হাইকোর্টও বহাল রাখলেন। সেটাই স্বাভাবিক। পরিস্থিতিজনিত কারণেও উচ্চতর আদালতের রায় নিম্নকোর্টে বদলে নজির মনে পড়ে না। বাবা অলক সরকার ভেঙে পড়েছেন, কিন্তু আইন তাঁকে মানতেই হবে। শিশুটিও কয়েকদিনের টানাপোড়েনে বিভ্রান্ত—সে কার কাছে থাকতে চায়, বলতে পারছে না। একবার বলেছিল 'একদিন বাবা, একদিন মার কাছে থাকব।' এমনটা বাস্তবে হয় নাকি! কে প্রতিদিন শিশুকে দেয়ানেয়া করবে? যে-বাবা-মা থাকেন দশ মাইল তফাতে! প্রশ্ন করে এ জবাব নেবার নয়। আসলে সে বাবা আর মা এক সাথে দুজনের কাছেই থাকতে চায়। বাবার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার সময় সে কেঁদে উঠেছিল আদালত চত্বরেই। আদালতেরই বা করার কী আছে? আদেশ পালিত হচ্ছে কি না, সেটাও তো লক্ষ রাখতে হবে ওঁদেরই।

এখন প্রশ্ন ওঠে, মানবিক অনুভূতিপ্রবণ ঘটনাটি থেকে সংশ্লিষ্ট বাবা-মা (এবং অনুরূপ পরিস্থিতির শিকার অন্য বাবা-মায়েরাও) কি শিক্ষা নিতে পারেন না? আধুনিকতা নামক প্রবল বাতাসে 'বিবাহ' প্রতিষ্ঠানটি যেভাবে নাড়া খাচ্ছে বারবার, সেভাবে চললে কয়েক দশকে সমূলে উৎপাটিত হওয়াও বিচিত্র নয়। প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচাবার রক্ষাকবচ খুঁজতেই হবে আমাদের। অয়নদের মুখ চেয়ে অন্তত। পাশ্চাত্যের লবণাক্ত ঢেউয়ের উন্মাদনায় গা না ভাসিয়ে আমাদের সনাতন প্রাসঙ্গিক মূল্যবোধকে ধরে রাখার আন্দোলন বোধ হয় এখনই জরুরি। একটি সমীক্ষায় পড়ছিলাম—য়ুরোপ-আমেরিকায় গত দুটি শতকে বিবাহ বিচ্ছেদের হার কমেছে আর আমাদের মত কিছু 'উঠতি' দেশে বেড়েছে মারাত্মকভাবে। আর দু'দশক এভাবে চললে সামাজিক ছবিটাও যে বদলে যাবে! শ্যেন্ নদীর ধারে সন্তানের দু'হাত ধরে বাবা-মায়েরা দল বেঁধে হাঁটবেন খোসমেজাজে আর গড়ের মাঠে ক্রুদ্ধবিচ্ছিন্ন বাবা-মা মর্ণিংওয়াকে হঠাৎ মুখো-মুখি হওয়ার শকে ছিটকে যাবেন দু'দিকে। নিতান্ত শিশু চিলচিৎকারে ছিঁড়ে ফেলবে প্রসন্ন প্রভাতের ঘোমটা, ঝপ্ করে কলকাতার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে ট্রামবাস—প্রখর একটি দিন।

অয়নের কেস আদালতের দর্জা পর্যন্ত পৌঁছে-ছিল বলেই তা সাধারণের গোচরে এসেছে। আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু আদালত পর্যন্ত না গড়িয়েও কত অয়ন ঘরে ঘরে কেঁদে চলেছে, তার হিসাব রাখি আমরা কজন? অলক এবং অনিন্দিতা, দোহাই আপনাদের, সন্তানের মুখ চেয়ে অন্তত নিজেদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুন। ভিন্ন নামে যারা আছেন এখানে-ওখানে তাঁরাও ভেবে দেখুন। হ্যাঁ, আর কিছু নয়, সন্তানের মুখ চেয়ে।

মাটি ফেলায় যান চলাচলে বিঘ্ন

সাগরদীঘি: রঘুনাথগঞ্জ বহরমপুর ভায়া সাগরদীঘি পাকা রাস্তার দুপাশ রক্ষা করতে পূর্ত বিভাগ রাস্তার দু'ধারে এঁটেল মাটি ফেলেছেন। বর্ষার পূর্বে এই মাটি ফেলায় তা জলে ধুয়ে পাকা রাস্তায় যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। সম্প্রতি কলকাতাগামী মা দয়াময়ী বাসটি চাকা স্লিপ করে পাল্টি খায়। ফলে অনেক যাত্রী আহত হন।

ধানের বীজতলায় বিষ ছড়ানোয় ব্যাপক ক্ষতি

সাগরদীঘি : ধানের বীজতলায় বীজ ধান পোকা থেকে বাঁচাতে চাষীরা ফুরেডান জাতীয় বিষ ছড়াচ্ছেন। এর ফলে ঐ বিষ মাঠের জলে মিশে নালা নর্দমা দিয়ে পুকুরে পড়ে জল দূষিত করছে। মাছ মারা যাচ্ছে। এমনকি কৈ মাগুর প্রভৃতি যে সব মাছ জল বেয়ে উপরে এসে জমি বা নালায় ডিম ছাড়ে তাদেরও ক্ষতি হচ্ছে। ডিমগুলি বিষে নষ্ট হয়ে মাছের বংশ বিস্তারে বাধা দিচ্ছে। গরু ছাগলও ঐ বিষাক্ত জল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে বলে খবর।

সরকারী কর্মীদের অবস্থান আন্দোলন

রঘুনাথগঞ্জ : ষ্টেট গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশন জঙ্গিপুর কমিটির নেতৃত্বে সারা রাজ্যের সাথে সাথে এখানেও অবস্থান আন্দোলন পালিত হয় গত ২৬ জুলাই। ৩৩ দফা দাবীর সমর্থনে বিডিও এবং এসডিও অফিসে টিফিন সময়ে কর্মচারীরা আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁদের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন মহঃ সোহরাব, হাবিবুর রহমান এবং বিজয় মুখার্জী প্রমুখ কর্মচারী নেতৃবৃন্দ।

চাল্লিশা মহরম শান্তিতে সম্পন্ন হল

জঙ্গিপুর : গত ২০ জুলাই মিঠিপুর ফুটবল মাঠে চাল্লিশা মহরম অনুষ্ঠিত হয়। জঙ্গিপুর এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৪৩টি দল অংশ গ্রহণ করে। তারমধ্যে লাঠির ২৫টি ও ঝার্ণির দল ১৮টি। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সুশোভিত এবং সুশৃঙ্খল দলগুলি দেখার মতো। প্রায় ৫/৬ হাজার সর্বধর্ম নির্বিশেষে মানুষ এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এই অনুষ্ঠান বহুদিন থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ জন্য এলাকার সব মানুষের সহযোগিতা দেখার মতো। ঐদিন এখান থেকে পুলিশ কুখ্যাত সমাজবিরোধী রফিক সেখকে গ্রেপ্তার করে। এ রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের আচরণে অনেকে ক্ষুব্ধ।

মৌলানা 'জানাজা' পড়তে রাজী না হওয়ায় শিশুর কবর হলো না

কানুপুর : খবরে প্রকাশ সম্প্রতি সুতী থানার নয়া বাহাদুরপুর গ্রামের এক পাঁচ বছরের শিশুর স্থানীয় হাসপাতালে মৃত্যু হলে, ছেলেটিকে কবর দিতে তার কাকার বাড়ী কানুপুরে আনা হয়। সকালে কবর খোঁড়ার পর গ্রামের মৌলানা জোবায়েদ সায়েবকে 'জানাজা' পড়বার জন্য ডাকা হলে তিনি ব্যক্তিগত কারণে জানাজা পড়াতে রাজী হননি। অগত্যা কবর খালি রেখেই শিশুটিকে তার নিজ গ্রামে নিয়ে গিয়ে কবর দেওয়া হয়। একটি শিশুর মৃতদেহের উপর এই অবিচারে গ্রামের লোক মৌলানার উপর ক্ষুব্ধ বলে জানা যায়।

বনবিভাগ বেশী মজুরী দেওয়ায় চাষের কাজে মজুর মিলছে না

সাগরদীঘি : শ্রাবণ মাস। বর্ষাও আশানুরূপ। ধান রোয়ার কাজ শুরু করেছে এই ব্লকের চাষীরা। কৃষির দিন মজুরী ৩০ টাকা। কিন্তু এই সময়েই সরকারী বনবিভাগ ৪০ টাকা মজুরী দিয়ে গাছ লাগানোর কাজ করাচ্ছেন। মজুরদের খাটাচ্ছেন মাত্র চার/সাড়ে চার ঘণ্টা। যার ফলে ধান রোয়ার মজুর না মেলায় চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। চাষীদেব দাবী ধান রোয়ার কাজ শেষ হলে বনবিভাগ যদি কাজ শুরু করতো তবে মজুররা ধান রোয়ার কাজ শেষে যখন কাজ থাকে না তখন গাছ লাগানোর কাজ করে পয়সা রোজগার করতে পারতো। আবার চাষীদেরও কোন অসুবিধা হতো না।

জায়গা বিক্রী

মিঞাপুর তরকারী বাজারের সন্নিকটে রাস্তা লাগোয়া সামনে ও পিছনে সমান পরিমাণ জায়গা প্লট করে বিক্রী করা হবে। এছাড়া এসডিও এবং এসডিপিও অফিসের কাছে বালিঘাটা সদর রাস্তার উপর ৬ কাঠা জায়গা বিক্রী হবে। যোগাযোগের ঠিকানা—

চুনীবাবু, বালিঘাটা
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (৭৪২২২৫)

আপনিও উদ্যোগ নিন
ক্ষুদ্র শিল্প গড়তে এগিয়ে আসুন
নিজেকে ও দেশকে স্বনির্ভর করে তুলুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তর আপনার এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতার হাত বাড়াতে প্রস্তুত।

বিশদ বিবরণ ও পরামর্শের জন্য
নিজ জেলার শিল্পকেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন—

পছন্দসই টেকসই
সব বয়সেই
মালানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিষ্ট্রী নং—২০ :: তারিখ—২১।২।৮০

গ্রাম মির্জাপুর ★ পোঃ গনকর ★ জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টীচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। সরকার প্রদত্ত ডিসকাউণ্ট (ছাড়) দেওয়া হয়।

সততাই আমাদের মূলধন

সনাতন দাস — সভাপতি
ধনঞ্জয় কাদিয়া — ম্যানেজার
সনাতন কালিদহ — সম্পাদক

এস এফ আই এর ১০ম লোকাল সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৩০ জুলাই স্থানীয় শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলে এস এফ আই, রঘুনাথগঞ্জ লোকাল কমিটির ১০ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সম্পাদক রফিকুল ইসলাম সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ও খসড়া রিপোর্ট পেশ করেন কাজী খাইরুল আহাসান। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য পেশ করেন জরুরের প্রধান স্বপন পাল। একই দিন বিকালে জঙ্গিপুর কলেজে জঙ্গিপুর লোকাল কমিটিরও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ও বিভিন্ন জায়গার নতুন কমিটি গঠিত হয়।

সীমাহীন লোডশেডিং চলছে এই শহরের সর্বত্র

ধুলিয়ান ঃ বেশ কিছুদিন ধরে এই শহর ও পার্শ্ববর্তী যানবহুল ডাকবাংলো রাস্তায় ও বাড়ী ঘরে লোডশেডিং চরম অবস্থায়। মেঘ দেখা দিলে বা একটু জোরে বাতাস দিলেই বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিসে খবর দিলে কেউ কেয়ার করেন না। তাঁদের ব্যবহারে মনে হয় তাঁরা জনকর্মী নন, সকলেই শাহানশা। লোডশেডিং এর অত্যাচারে পথে ঘাটে দুর্ঘটনা ঘটছে। পথচারী আহত হচ্ছে, ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে এক দুরুহ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। তবু এর প্রতিকার কোথায় তা জানার উপায় নেই। এনটিপিসির ঘরের দুয়ারেই যদি এই অবস্থা হয়, তবে অন্যত্র কি হচ্ছে সহজেই অনুমান করা যায়।

মুনাফা লুটছেন ৬২.৫ কোটি টাকা (১ম পৃষ্ঠার পর)

পারলে ৬০ কোটি টাকা মুনাফা। সর্বশেষ খবর, গত ২৫ জুলাই ডিএমের সঙ্গে বৈঠকে এক মজুরী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে ঠিক হয়েছে হাজারে ২৪ টাকা মজুরী ১৮ আগষ্ট থেকে চালু হবে এবং ১৫ জুলাই থেকে লগবুক প্রথা চালু হয়েছে বলে ধরা হবে।

পঠন-পাঠনের পরিবেশ দূষিত (১ম পৃষ্ঠার পর)

দেখান জনৈকা শিক্ষিকা মঞ্জুষা মাইতি প্রসূতিকালীন ছুটি নিয়েছেন। তার উপর স্বাভাবিকভাবেই প্রতিদিন ২/১ জন করে ক্যাজুয়াল ছুটি নেনই। পূর্বে এই শিক্ষিকাদের ক্লাসগুলি উপস্থিত শিক্ষিকাদের মধ্যে ভাগ করে ক্লাসে পঠন-পাঠন চালানো হত, যেমন অন্যান্য স্কুলে হয়। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষিকারা অতিরিক্ত কোন ক্লাস নেবেন না জানিয়ে দিয়েছেন। প্রধানা শিক্ষিকা এই অবস্থা আয়ত্বে আনতে একজন স্বেচ্ছাসেবী অবৈতনিক শিক্ষিকা নিলেও তাঁকে দিয়ে কতটুকু করতে পারছেন ? সকলের সহযোগিতা ছাড়া এই অসুবিধা দূর করা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি বহু অনুরোধ উপরোধ করেও শিক্ষিকাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেননি। তাঁরা অতিরিক্ত ক্লাস না করার ব্যাপারে অনড় রয়েছেন। এস আই অফ স্কুলসকে জানিয়েও কোন উপযুক্ত নির্দেশ পাওয়া যায়নি। এই অবস্থায় ক্লাস বন্ধ করে অসময়ে ছুটি দিয়ে দিতে হচ্ছেই। তার উপর স্কুল চললেও অনেক ক্লাসে মাঝে মধ্যে পড়ানো হচ্ছে না, সেটা ফাঁকা থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ স্কুলে পঠন-পাঠনের পরিবেশ রীতিমত বিঘ্নিত। এই প্রসঙ্গে জনৈক অভিভাবক জানান—দোষ কার তার বিচারে তাঁরা যেতে চান না ; কিন্তু তাঁরা চান তাঁদের মেয়েদের লেখাপড়ার পরিবেশ বজায় থাকুক, ফিরে আসুক শান্ত সুস্থ পরিবেশ। শিক্ষা বিভাগ এই মহকুমার একটি প্রাচীন ভাল বালিকা বিদ্যালয়কে কয়েকজনের খেয়ালখুশির ময়দান করা থেকে রক্ষা করবেন এই দাবী অভিভাবকদের।

ফাঁকা ঘর বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় ৩ শতক জায়গার উপর প্রধান রাস্তার ধারে যে কোন ব্যবসার উপযুক্ত ফাঁকা ঘর বিক্রয় হইবে।
যোগাযোগ করুন—

শ্রীরমাপতি মন্ডল
রঘুনাথগঞ্জ সুভাষপল্লী (ষ্টেট ব্যাঙ্কের নিকট)

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের ব্যঙ্গ কৌতুক রসে ভরা

সেরা বিদূষক

(সীমিত সংখ্যায় দু'খন্ডে প্রকাশিত হচ্ছে)

দু' খন্ডের মূল্য ১৪০ টাকা। গ্রাহক মূল্য ১১০ টাকা। অগ্রিম দেয় ৫০ টাকা। গ্রাহকদের ১ম খন্ড ভি পি ডাকযোগে পাঠানো হবে। ডাক মাশুল ১০ টাকা সহ ৭০ টাকা দিয়ে ভি পি ছাড়িয়ে নিতে হবে। পরবর্তীতে ২য় খন্ড রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এর জন্য কোন ডাক মাশুল লাগবে না। এ ছাড়া তারকেশ্বর মোহান্তের অত্যাচার ও তার বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের পটভূমিকায় দাদাঠাকুরের অনবদ্য গীতি নাটিকা 'শিব মাহাত্ম্য বা পাষন্ডদলন' (১৫ টাকা) এবং দাদাঠাকুরের তিনটি ব্যঙ্গ রচনা বোতল পূজার পাঁচালী, টাকার অষ্টোত্তর শতনাম ও ভোটামৃত একত্রে 'দাদাঠাকুরের ত্রয়ী' (২০ টাকা) প্রকাশিত হয়েছে। ৩৫ টাকা পাঠালে বই দুটি পাঠানো হবে। 'সেরা বিদূষক' ১ম খন্ডের মুদ্রণ সমাপ্তির পথে। টাকা মনি অর্ডার বা ডি ড্রাফট যোগে পাঠানোর ঠিকানা—JANGIPUR SAMBAD, P.O. Raghunathganj
Dt. Murshidabad, Pin 742225
Phone No. 66228, STD 03483

শারদীয় পুজোয় সেরা আকর্ষণ—
১৮০ টাকা থেকে ২০০ টাকার মধ্যে পছন্দ ও টেকসই *কোবরা* ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।